সংবাদ

তারিখ 27 AUG 2013
পৃষ্ঠা ১

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'শতাধিক অবৈধ ক্যাম্পাসে সনদ বাণিজ্য

রাকিব উদ্দিন

রাজধানীতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অবৈধ ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে শিক্ষা ব্যবসায়ীরা। ১০-১২ জন শিক্ষা ব্যবসায়ীই রাজধানীতে চালাচ্ছে প্রায় দুই শতাধিক অবৈধ ক্যাম্পাস। আবুল হোসেন নামের এক ব্যক্তি একাই দারুল ও প্রাইম ইউনিভার্সিটির নামে কমপক্ষে অর্ধশত ক্যাম্পাসে সনদ বাণিজ্যে লিপ্ত। আইনি ঝামেলা এড়াতে শিক্ষা ব্যবসায়ীরা এখন অবৈধ ক্যাম্পাসের নামকরণ করেছে 'অ্যানেক্স'। আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয় সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাস বা অ্যানেক্স পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে সনদ বাণিজ্য চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে রীতিমতো শিক্ষা ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করছেন বলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অভিযোগ করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজধানীতে অবৈধভাবে সবচেয়ে বেশি ক্যাম্পাস চলছে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে।

বিতর্কিত ক্যাম্পাসে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

ক্যাম্পাসে : সনদ বাণিজ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই প্রতিষ্ঠান হলো দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেই শতাধিক ক্যাম্পাসে শিক্ষা বাণিজ্য চলছে। এগুলোর মালিকরা প্রভাবশালী হওয়ায় এ নিয়ে বিপাকে আছে শিক্ষা প্রশাসন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের পর বছর ধরে সনদ বাণিজ্য, মালিকানা বিরোধ ও নানামুখী অনৈতিক কার্যক্রম চলতে থাকলেও শিক্ষা প্রশাসন রীতিমতো অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে।

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দফায় দফায় বৈঠক করে এগুলোর বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে ব্যর্থ হচ্ছেন। আইনের ফাঁকফোকর ও আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়েও চলছে বেশকিছু ক্যাম্পাস। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগের কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পাচ্ছে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অসাধু কর্মকর্তারা। তাই এগুলোর লাগাম টানা যাচ্ছে না।

ইউজিসি অবিলম্বে প্রাইম ইউনিভার্সিটির অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধের দাবি জানিয়ে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, প্রাইম ইউনিভার্সিটির উত্তরা ক্যাম্পাস কর্তৃক অবৈধভাবে রাজধানীর বারিধারা, ফার্মগেটসহ বিভিন্ন এলাকায় ক্যাম্পাস খুলে সনদ ব্যবসা চালাচ্ছে।

দারুল ও প্রাইম ইউনিভার্সিটির নামে ভয়াবহ বাণিজ্য : রাজধানীর ফার্মগেট এলাকা ঘুরে দেখা যায়, দারুল ইহসান ও প্রাইম ইউনিভার্সিটির নামে ওই এলাকায় কমপক্ষে সাতটি অবৈধ ক্যাম্পাসে সনদ বাণিজ্য হচ্ছে। ক্যাম্পাসের কর্মকর্তারা জানান, ক্যাম্পাসগুলোর মালিক আবুল হোসেন। তার নামে রাজধানীর উত্তরা, বিলগাঁও তিলপাপাড়া, গোড়ান ইস্টার্ন হাউজিং বনশ্রী প্রকল্প, যাত্রাবাড়ী, পান্থপথ, মিরপুর, মালিবাগ, রামপুরা, মৌচাক, মতিঝিল, পল্টন এলাকায় কমপক্ষে অর্ধশত ক্যাম্পাসে সনদ বাণিজ্য চলছে। এর মধ্যে ৩৭টিই দারুল ইহসানের। বাকিগুলো প্রাইম ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস। এসব ক্যাম্পাসের বাণিজ্যের ভাগবাটোয়ারা পাচ্ছে স্থানীয় থানা পুলিশ, মস্তান ও অসাধু জনপ্রতিনিধিরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আবুল হোসেন সংবাদকে বলেন, 'ফার্মগেট ও আশপাশের এলাকায় দারুল ইহসানের সব ক্যাম্পাসই আমার। কিন্তু আকবর উদ্দিন, এএ ফজলে রাব্বি এবং ধানমন্ডির এনআই খান অবৈধভাবে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস খুলে সনদ বাণিজ্য করছে।'

প্রাইম ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠানটিও আমার। কিন্তু মীর শাহাবুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি মিরপুরে অবৈধভাবে ক্যাম্পাস খুলে সনদ বাণিজ্য করছে।' তবে ইউজিসির কর্মকর্তারা জানান, প্রাইম ইউনিভার্সিটির প্রকৃত মালিক মীর শাহাবুদ্দিন। আবুল হোসেন অবৈধভাবে প্রাইম ইউনিভার্সিটির নামে রাজধানীতে কমপক্ষে এক ডজন ক্যাম্পাস খুলে বেপরোয়া সনদ বাণিজ্য চালাচ্ছে।

ইউজিসি কর্মকর্তারা জানান, দারুল ইহসানের মালিকরা কমপক্ষে চারভাগে বিভক্ত হয়ে সারাদেশে প্রায় তিন শতাধিক ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রাজধানীতেই কেবল এই প্রতিষ্ঠানের নামে চলছে শতাধিক অবৈধ ক্যাম্পাস। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ কমপক্ষে ৩৭টি ক্যাম্পাস চালাচ্ছেন আবুল হোসেন। একেকটি ক্যাম্পাস থেকে গড়ে প্রতিমাসে এক কোটি টাকার সনদ বাণিজ্য হয় বলে ইউজিসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। দারুল ইহসানের বাকি তিন গ্রুপের ক্যাম্পাসগুলো পরিচালিত হচ্ছে ধানমন্ডি, গুলশান, ফার্মগেট, মহাখালী, মগবাজার, বারিধারা, উত্তরা, বনানী, যাত্রাবাড়ী, মহম্মদপুরসহ বিভিন্ন এলাকায়।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটির নামে যা হচ্ছে : ইউজিসির কর্মকর্তারা জানান, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের মালিকরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তরা, মতিঝিলসহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ ক্যাম্পাস খুলে সনদ বাণিজ্যে লিপ্ত। গত বছর এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছয় হাজার ২০ জন ছাত্রছাত্রীকে অবৈধভাবে উচ্চ ডিগ্রি দেয়ার অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানের উপাচার্যের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ২০ কোটি টাকা মূল্যের বিলাসবহুল বাড়ির মালিক হওয়া এবং এক হাজার ২০০ কোটির টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ পায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। পরবর্তীতে এ বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা হলেও ফাইল থেকে তা গায়েব হয়ে যায়।

এছাড়া সনদ বাণিজ্য, মালিকানা বিরোধ ও অবৈধ সম্পদের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেককে গত বছর বহিষ্কারও করেছিল তার ভাই হারুন মিয়া। এরপর বারবার চলে বহিষ্কার ও পাল্টা বহিষ্কার। শুধু ঢাকায় নয়, রাজশাহী ও খুলনায়ও এই প্রতিষ্ঠানের নামে অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস চলছে।

আরও যারা ক্যাম্পাস বাণিজ্যে লিপ্ত : জানা গেছে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসি থেকে অনুমোদন নিয়ে আউটার ক্যাম্পাস চালু করেছিল। পরে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করায় এসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল করা হয়। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানীর ধানমন্ডি (বাড়ি-২৩, রোড-৩), লিডিং ইউনিভার্সিটির ঢাকা আউটার ক্যাম্পাস (৮৩ সিদ্ধেশ্বরী) এবং ইবাইস ইউনিভার্সিটির নামে রাজধানীর বনানী ও ধানমন্ডিতে অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে শিক্ষা ব্যবসায়ীরা। ইবাইস ইউনিভার্সিটির অবৈধ ক্যাম্পাস বন্ধের দাবি জানিয়েছেন এর প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য প্রফেসর ড. জাকারিয়া লিংকন।